মহিলাদের স্রাব ও প্রসূতি অবস্থার বিধিবিধান সংক্রান্ত ৬০টি প্রশ্ন

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামায ও রোযার ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের বিধিবিধান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.

প্রশ্ন ৩২: নামাযরত অবস্থায় আমার ঋতুস্রাব এসেছে। এখন আমার করণীয় কি? আমি কি ঐ নামাযের ক্বাযা আদায় করব?

উত্তরঃ নামাযের সময় হওয়ার পর যদি ঋতুস্রাব আসে-যেমন সূর্য ঢলে যাওয়ার আধঘণ্টা পর কারো ঋতুস্রাব আসল, তাহলে সে ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত হওয়ার পর ঐ নামাযের ক্বাযা আদায় করবে- যার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সময় সে পবিত্র ছিল। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই নামায বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত” (নিসা ১০৩)। উক্ত মহিলা যে নামাযে তার ঋতু এসেছিল, সে নামাযের ক্বাযা আদায় করবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীর্ঘ এক হাদীছে এ মর্মে বলেন, “মহিলার বিষয়টা কি এমন নয় যে, যখন তার ঋতুস্রাব আসে, তখন সে নামায পড়ে না এবং রোযাও রাখে না?”[1] অনুরূপভাবে আলেম সমাজ এমর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ঋতুকালীন সময়ে ছুটে যাওয়া নামায তাকে আদায় করতে হবে না। কিন্তু এক বা একাধিক রাকআত পরিমাণ নামায পড়ার মত সময় বাকী থাকতে যদি সে পবিত্র হয়, তাহলে সে ঐ ওয়াক্তের নামাযের ক্বাযা আদায় করবে। এ মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের এক রাকআত পেল, সে পুরো আছরের নামায পেল।”[2] অতএব, যদি আছরের সময় পবিত্র হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকআত পরিমাণ নামায পড়ার সময় থাকে, তাহলে তাকে আছরের নামায পড়তে হবে। অনুরূপভাবে যদি সে সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকআত পরিমাণ নামায পড়ার মত সময় বাকী থাকতে পবিত্র হয়, তাহলে তাকে ফজরের নামায পড়তে হবে।

ফুটনোট

1. ১৪ নং প্রশ্নের টীকা দ্রষ্টব্য।

2. ১২ নং প্রশ্নের টীকা দ্রষ্টব্য।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6020

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন